আইন পেশায় হাতেখড়ি

অসীম কান্ত চৌধুরী

এডভোকেট

জজকোর্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	১ম অধ্যায় **আদালতের প্রকারভেদ ও এখতিয়ার**	
(ক)	জেলা জজ	১৫
(খ)	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত	১৬
(গ)	অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত	১৬
(ঘ)	যুগ্ম জেলা জজ আদালত জজ আদালতসমূহ	১৭
(ঙ)	সহকারী জজসমূহ	১৭
(চ)	জেলা জজ এর অধীনে ফৌজদারী আদালতসমূহ	১৮
	(i) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	১৮
	(ii) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত	১৯
	(iii) এখতিয়ার (Jurisdiction)	১৯
	(v) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল (L.S.T)	২০
	২য় অধ্যায় **আইন পেশা শুরু করার প্রারম্ভে নবাগত/নবীন আইনজীবিগণের কি কি জানা ও করা উচিত?**	২২
	৩য় অধ্যায় **আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা**	
(১)	দেওয়ানী কার্যবিধি আইন :	২৮
	ধারা-১০ মামলা স্থগিতকরণ (Stay of suit)	৩০
	ধারা-১১ দোবারা দোষ (Res-judicuta)	৩০

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ধারা-১১৫ (রিভিশন) Revision	৩০
	ধারা-১১৫ (১) (জেলা জজ কোর্টে রিভিশন)	৩০
	ধারা-১৫১ (আদালতের সহজাত ক্ষমতা)	৩০
	ধারা-১৫২ (রায়, ডিক্রি ও আদেশ সমূহের সংশোধন)	৩১
	ধারা-৫৫ গ্রেফতার বা আটক)	৩১
	ধারা-৩২ (গ্রেফতারী পরোয়ানা)	৩১
	অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা	৩২
	অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা	৩২
	স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা-(সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৪ ধারা)	৩২
	আরজি (Plaint)	৩২
	তামাদী আইন	৩৪
	কোর্ট ফি আইন	৩৪
	পারিবারিক আইন:	৩৪
	স্থানীয় পরিদর্শন (Local Inspection)	৩৪
	স্থানীয় তদন্ত (Local Insvestigation)	৩৫
	প্লিডিং (Pleading)	৩৫
	মোকদ্দমা চলমান অবস্থায় খারিজ এবং তার প্রতিকার	৩৫
	যদি কোন মোকদ্দমা এর তরফা ডিক্রি হয়। তাহার বিরুদ্ধে প্রতিকার কি?	৩৫
	আইনজীবি বলিতে কি বুঝায়	৩৬
	সি.এস. এস. এ বা আর. এস, বি. এস ও খারিজা খতিয়ান কি	৩৬
	(১) সি. এস (কেডাস্টাল সার্ভে)	৩৬

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	(২) এস এ (State Acquisition)	৩৭
	(৩) বি.এস (B.S)	৩৭
	(৪) নামজারি জমা-খারিজ খতিয়ান (Mutation Khatian)	৩৭
	(৫) দলিল (Document)	৩৮
	(i) সাফকবলা (Sale deed)	৩৮
	(ii) বিনিময় দলিল (Exchange Deed)	৩৮
	(iii) বাটোয়ারা বা বন্টননামা দলিল Partition Deed)	৩৮
	(iv) দানপত্র (Gift Deed)	৩৮
	(v) হেবা দলিল (Heba deed)	৩৮
	হেবায়ে ঘোষণা দলিল	৩৮
	অগ্রক্রয় বা প্রিয়ামশান কি?	৩৯
	উইল (অসিয়ত কি)	৩৯
	সাকসেসন সনদ কি এবং কোন আদালত হইতে ঐ সনদ দেওয়া হয়:	৩৯
	প্রবেট কি (Probate)	৪০
	কোথায় কিভাবে প্রবেশ করাইতে হয়	৪০
	আইনগত প্রয়োজন (Legal Necessity)	৪০
	আম-মোক্তারনামা	৪১
	৪র্থ অধ্যায় **দেওয়ানী মোকদ্দমা চলার ধাপসমূহ ও চলার পদ্ধতি**	
	দেওয়ানী মোকদ্দমা চলার পরবর্তী পদ্ধতিসমূহ	৪৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	মোকদ্দমার নথি প্রস্তুতকরণ	৪৫
	মোকদ্দমা দাখিল	৪৫
	সমন জারীর তারিখে করণীয়	৪৬
	সমন জারীর পর এর পদ্ধতি	৪৬
	ইস্যু কি. কি করিতে হয়	৪৭
	৩০ ধারার ব্যাক্ষা	৪৭
	স্বাক্ষী (P.H) বাদী পক্ষের স্বাক্ষী)	৪৭
	সাক্ষী সমাপ্ত তৎপর যুক্তিতর্ক (ছওয়াল জবাব)	৪৮
	রায় প্রদানের পর কি করিতে হইবে	৪৯
	রায় এর নকল উত্তোলনের হিসাব	৪৯
	৫ম অধ্যায় **আরজি ও জবাব প্রস্তুতের ধারণা/** **পরবর্তীতে আরজি জবাবের সংক্ষিপ্ত নমুনা**	
	আরজি প্রস্তুতের উপাদান অনুস্বরণকরণঃ	৫০
	আরজির সংক্ষিপ্ত মডেল	৫২
	জবাব (Written statement) গঠনের পূর্বের ধারণা	৫৬
	জবাব (Written statement) এর মডেল	৫৮
	একটি পারিবারিক আদালতের আরজির মডেল।	৬১
	৬ষ্ঠ অধ্যায় **জবাব বন্দি ও জেরার কৌশলের পূর্ববর্তীর ধারণা**	৬৪
	৭ম অধ্যায় **মোকদ্দমা দায়েরের মেয়াদ সম্পর্কে ধারণা**	
	তামাদীর মেয়াদ	৬৭
(১)	মোকদ্দমা চলাকালীনে কোন পক্ষের মৃত্যু হইলে :	৬৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
(২)	যদি ৯০ দিনের মধ্যে বাদীর ওয়ারিশগণ পক্ষ হওয়ার দরখাস্ত দিতে না পারে তাহার প্রতিকার কি?	৬৮
(৩)	মোকদ্দমার চলমানে একমাত্র বা একাধিক বিবাদীর মধ্যে কোন একজন বিবাদীর মৃত্যু হইলে প্রতিকার কি?	৬৯
(৪)	যদি কোন মোকদ্দমা বিবাদীর (মৃত বিবাদীর ওয়ারিশ ওয়ারিশগণকে ৯০ দিনের মধ্যে পক্ষ করার অভাবে abate বা খারিজ হইয়া যায় তবে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিকার কি?	৭০
(৫)	প্রাথমিক ডিক্রি (Primary Decree) এবং ফাইনাল (Final Decree) কাহাকে বলে, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কি?	৭০
(৬)	প্রাথমিক ডিক্রির পর এবং ফাইনাল ডিক্রির মধ্যেবর্তী সময়ে আদালত কি কি পর্যায় পালন করিতে হয়।	৭১
(৭)	কোন নাবালক কি তার ভূমি বিক্রয় করিতে পারে? কিভাবে নাবালক এর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হয়।	৭১
(৮)	কোন নাবালক/নাবালিকা তাহার সম্পত্তি রক্ষার্থে মামলা/ মোকদ্দমা করিতে পারে কি না? তবে, তাহাদের পক্ষে কীভাবে মামলা/মোকদ্দমা করিতে হয়।	৭১
(৯)	কোন মোকদ্দমা দাখিলের পর যদি দেখা যায় কতিপয় উক্তি ভুল হইয়াছে এবং কতিপয় উক্তি লিপিবদ্ধ হয় নাই, তাহার প্রতিকার কি?	৭২
(১০)	রিসিভার কি? কিভাবে রিসিভার নিয়োগ করা যায় রিসিভারের কার্য কি?	৭২
(১১)	কোন আইন বলে মোকদ্দমা উত্তোলন করিতে হয়।	৭৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
(১২)	বিবাদীকে না পাওয়া গেলে বিবাদীর প্রতি সমন জারীর বিধান কী?	৭৩
(১৩)	নিঃস্ব ব্যক্তি কাহাকে বলে। ঐ ব্যক্তি মোকদ্দমা করিলে কি কি সুবিধা পাইবে	৭৪
(১৪)	অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্যের বিরুদ্ধে প্রতিকার কি?	৭৪
(১৫)	মানসিক ভারসাম্য ব্যক্তি কি মোকদ্দমা করিতে পারে?	৭৪
(১৬)	কোন পক্ষের নিকট একটি দলিল রহিয়াছে। অপর পক্ষ দলিল দেখিতে চায় ঐ দলিলটি কীভাবে দেখিতে হইবে।	৭৫
(১৭)	মোকদ্দমা স্থানান্তর (Transfer of suit)	৭৫
(১৮)	দলিল আটক রাখা (Document impounded)	৭৫
(১৯)	রেফারেন্স (অভিমত)	৭৬
(২০)	আপিল কি: কিসের বিরুদ্ধে কোথায় করিতে হয়?	৭৬
(২১)	কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হয় কি না, হইলে কোন কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয়	৭৬
(২২)	আপিল মোকদ্দমায় কোন কোন দলিলের প্রয়োজন হয়	৭৬
(২৩)	যদি নিম্ন আদালত উচ্ছেদ এর ডিক্রি প্রদান করে তবে, ঐ রায় ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করিলে পরবর্তী কার্যক্রম কি করিতে হইবে	৭৭
(২৪)	আপিল পক্ষদ্বয়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হইলে, কোন ধারায় আপোষ নিষ্পত্তির দরখাস্ত দিতে হয়	৭৭
(২৫)	কোন কারণে আপিল মোকদ্দমা খারিজ (Dismissed for defalt) হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিকার কি?	৭৭
(২৬)	রিমান্ড (Remand) কি? কখন রিমান্ড (Remand) প্রদান করা হয়।	৭৮

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
(২৭)	মেমো (Memo) কী?	৭৮
(২৮)	পারিবারিক আদালতের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে কোথায় আপিল দাখিল করিতে হয়।	৭৮
(২৯)	ল্যান্ড সার্ভে মোকদ্দমার বিরুদ্ধে কোথায় আপিল করিতে হয়।	৭৯
(৩০)	চেরিটেবল এনডাইমেন্টস (Charitable endowments)	৭৯
(৩১)	ওয়াকফ (Wakf)	৭৯
(৩২)	দেবোত্তর (Debutter)	৭৯
(৩৩)	সেবাইত (Sebait)	৮০
(৩৪)	মুতাওয়াল্লী	৮০
(৩৫)	কোন রেজিস্ট্রারী দলিলে ভুল থাকিলে প্রতিকার কি?	৮০
(৩৬)	উক্তরাধিকার	৮০
(৩৭)	ফারারেজ কি?	৮১
(৩৮)	ফরায়েজ আইনে প্রাপকের সংজ্ঞা কত জন:	৮১
(৩৯)	কোন মুসলমান মহিলা স্বামী, মাতা, ১-পুত্র ১ কন্যা রেখে মারা গেলে কে কতটুকু অংশ পাবে	৮২
(৪০)	কোন মুসলমান স্বামী, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নি রেখে মারা গেলে কে কতটুকু অংশ পাবে	৮২
(৪১)	কোন মুসলমান স্বামী, মাতা ১ কন্যা রেখে মারা গেলে কে কতটুকু অংশ পাবে	৮৩
	(১) হিন্দু আইনে কি বিবাহ বিচ্ছেদ আছে?	৮৩
	(২) হিন্দু আইনে একাধিক বিবাহ করিতে কোন বাঁধা আছে কি?	৮৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	(৩) হিন্দু আইনে কন্যা কোন পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পায় কি না?	৮৪
	(৪) হিন্দু আইনে কখন পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়	৮৪
	(৫) দত্তক গ্রহণ (Adoption)	৮৫
	(৬) ভরণপোষণ	৮৫
	(৭) হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার	৮৬
	(১) সপিন্ড কি? কাহারা সপিন্ডদানের অধিকারী	৮৭
	(২) হিন্দু আইনে কি কোনরূপে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সুযোগ আছে	৮৭
▶	বিরুদ্ধ দখল জনিত্ব স্বত্ব (Adverse Possession)	৮৮
▶	সুবিধা অধিকার আইন (The Easements Act)	৮৮
▶	পূর্বোক্ত বা প্রাচীন পদ্ধতিতে আনার চিহ্ন ও হিসাব	৮৯
▶	বসত ভূমির উপর প্রিয়ামশান মোকদ্দমা চলে কি?	৯১
▶	মুসলমান স্ত্রী যদি স্বামীর জজিয়তের আসিতে না চায় তবে, তাহাকে আনার ব্যবস্থা কি?	৯১
▶	একটি দলিল জাল বা প্রতারণামূলক হইলে তাহার বিরুদ্ধে বা উক্ত দলিল বাতিলের জন্য কোন আইনে কতদিনের মধ্যে মোকদ্দমা করিতে হয়।	৯১
▶	বায়নাপত্র কি? ইহার প্রতিকার কি?	৯২
▶	যদি ৬-মাসের মধ্যে কোন জমি বে-দখল হয় তবে তাহার দখল উদ্ধারের ব্যবস্থা কি?	৯২
▶	যদি কোন জমি ১২ বৎসরের মধ্যে বে-দখল হইলে	৯২
▶	কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল না চলিলে কি করা যাবে	৯৩

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
▶	কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেনমোহরের টাকার ডিক্রি হইলে পরবর্তী পদক্ষেপ কি?	৯৩
▶	ঘোষণার মোকদ্দমা কি?	৯৩
▶	লিজপেনডেন্স (Lispendence) কি?	৯৪
▶	স্বীকৃত বিষয় প্রমাণ করিতে হয় না? তাহার অর্থ কী?	৯৪
▶	এডভেলুরেম (Advelurem) কোর্ট ফি কি?	৯৫
▶	মৌজা বলিতে কি বুঝায়?	৯৫
▶	হস্তরেখা বিশারদ (Hand Writing Expart)	৯৬
▶	প্রাথমিক সাক্ষী কাহাকে বলে	৯৬
▶	সেকেন্ডারি সাক্ষী কি? (Secondary Evidence)	৯৬
▶	প্রতিবন্ধকতা বলিতে কি বুঝায়? (Estoppel)	৯৭
▶	অর্পিত সম্পত্তি কাহাকে বলে?	৯৭
▶	গ্রাম্য আদালত বলিতে কি বুঝায়। তাহার কাজ কি?	৯৮
▶	কোন মোয়াক্কেল একটি ভূমি ক্রয় করার জন্য পরামর্শ চাহিলে আপনি কি সমাধান দিবেন?	৯৮
▶	কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি তাহারা ৫-ভাইবোনের মধ্যে তাহাদের পিতার মালিকানা সমুদ্বয় সম্পত্তি তাহার এক ভাইকে দান করিয়া মৃত্যুবরণ করেন এবং ঐ দানপত্র দলিলটি রহিত করা যাইবে কি না জানিতে চায় আপনি কি পরামর্শ দিবেন।	৯৯
▶	কোন ব্যক্তি একটি সম্পত্তি উইল (Will) বা অছিয়ত করে, ঐ ব্যক্তি জীবিতকালীনে যদি ঐ সম্পত্তি হইতে কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করে তবে, তাহার পরিণতি কি হইবে।	১০০

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
▶	উইল (Will) বা দানপত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?	১০০
▶	কোন ব্যক্তি আপনার নিকট হইতে আনপার মালিকানার একটি দোকান চুক্তিপত্রের মাধ্যমে মাসিক নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ এর অধিকারে ভাড়া নেয়া কিছুদিন ভাড়া পরিশোধ করিয়া পরবর্তীতে কোন ভাড়া পরিশোধ করে না এবং দোকান দখল ছাড়ে না। তাহার প্রতিকার কি?	১০১
▶	ভাড়াটিয়া দোকান ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য Legal Notice সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৬ ধারা অনুসারে	১০৩
▶	ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের মোকদ্দমার আরজির (মডেল)	১০৫
▶	ভূমি ও নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্তিয়ের (আরজির মডেল)	১০৮
▶	বিক্রয় অনুমতির দরখাস্তের (নুমনা মডেল)	১১১
▶	খতিয়ানের করণিক ভুল সংশোধন (২৯/০৭/২০২১)	১১৩
▶	দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার এবং মামলা পরিচালনার পর্যায়ক্রমিক স্তর	১২৯
▶	সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিলসমূহের সংজ্ঞা ও রেজিস্ট্রেশন ফি	১৩৫
▶	একই বিষয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলা যুগপৎভাবে চলতে পারে কিনা?	১৪১
▶	মামলায় বাদী-বিবাদী কিংবা সাক্ষী হাজির না হলে	১৪৬
▶	ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩	১৪৮
▶	ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিধিমালা, ২০২৪	১৫৭

১ম অধ্যায়

আদালতের প্রকারভেদ ও এখতিয়ার

নবাগত/নবীন আইনজীবীগণের প্রথমত আদালতসমূহের নাম ও প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। সেই ধারণা মোতাবেক তাহার বা তাহাদের পেশা ত্বরান্বিত হইবে।

একটি জেলার প্রধান বিচারক জেলাজজ, তাহার সমমর্যাদার এক বা একাধিক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত থাকে। এবং জেলা জজ এর সহায়ক এক বা একাধিক অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত থাকে।

তৎপরের পর্যায় হইল যুগ্ম জেলা জজ আদালত। প্রতিটি জেলায় এক বা একাধিক যুগ্ম জেলা জজ থাকিতে পারে। তৎপর সহকারী জজ তাহাদের মধ্যে সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকারী জজ রহিয়াছে। উক্ত জজসমূহের আর্থিক ও ফৌজদারী বিচারের সাজা দেওয়ার মেয়াদ নং এখতিয়ার রহিযাছে।

তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র দেওয়ানী আইন অনুসারে আলোচনা হইবে।

(ক) জেলা জজঃ একটি জেলার সর্বোচ্চ বিচারক। তিনি ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদন্ড হইতে শুরু করিয়া নিম্নের যে কোন মেয়াদে সাজা দিতে পারেন, এবং দেওয়ানী আদালতের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) লক্ষ মূল্যমানের পর্যন্ত যে কোন দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন।

বিঃ দ্রঃ দেওয়ানী আদালতের সংশোধনীর আদেশ মোতাবেক জেলা জজ আদালতের দেওয়ানী আপিল মোকদ্দমার পরিধি অনেক বর্ধিত করা হইয়াছিল। তাহা বর্তমানে হাইকোর্ট এর আদেশে স্থগিত রহিয়াছে।

জেলা জজ আদালত যুগ্ম জেলা জজসমূহের নিষ্পত্তিকৃত ৫ (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের মোকদ্দমার আপীল গ্রহণ করিয়া নিজে বিচার করিতে পারেন। তবে, সেই আপীল মোকদ্দমাকে বিচারের জন্য অতিরিক্ত জেলা জজসমূহে বিচারের জন্য বদলী করিতে পারেন, তদ্রুপ ফৌজদারী মোকদ্দমা ও বিচারের জন্য বদলী করিতে পারেন।

জেলা জজসমূহ সাধারণত নিম্ন আদালতের এখতিয়ার (বিচারের এখতিয়ার) বহির্ভূত মোকদ্দমার জামিন শুনানী ও গ্রহণ শুনানী নিয়া ব্যস্ত থাকেন। তৎভিন্নও সিনিয়র সহকারী জজ। সহকারী জজ আদালতে নিষ্পত্তিকৃত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করিয়া সেই মোকদ্দমাসমূহ অতিরিক্ত জেলাজজ কিংবা যুগ্ম জেলা জজ আদালতে বিচারের জন্য বদলী করিতে পারেন। তাহাছাড়াও জেলাজজ সাহেব জেলাজজ এর অধীনে সকল বিচারক (নারী শিশু ব্যতিত) নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিয়া থাকেন।

(খ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত : নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতের বিচারক হিসাবে এক বা একাধিক জজ থাকিতে পারে তাহারা শুধু নারী নির্যাতনের সকল মোকদ্দমার বিচার করেন।

(গ) অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত : প্রতিটি জেলায় এক বা একাধিক অতিরিক্ত জেলা জজ থাকিতে পারে। সেই আদালতসমূহে জেলা জজসমূহ হইতে বদলীকৃত ফৌজদারী ও দেওয়ানী আপীল

মোকদ্দমার বিচার করে। সেই সকল আদালতে নতুন কোন মোকাদ্দমা দায়ের হয় না। তবে ঐ সকল আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমাসমূহ হইতে উপজাত যেমন দেওয়ানী আপিল মোকদ্দমা পদক্ষেপের অভাবে খারিজ হইলে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃবিচারের জন্য ছানী/মিছ মোকদ্দমা উপজাত হইলে সেই মোকদ্দমাসমূহের বিচার করিতে পারেন। তথভিন্ন বিচারাধীন ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী আসামীদের জামিন শুনানী গ্রহণ করিয়া জামিন দিতে পারেন। তবে, অতিরিক্ত জেলা জজ সাহেব গণের বিচারের ক্ষমতা জেলা জজ এর সমপরিমাণে থাকে।

(ঘ) যুগ্ম জেলা জজ আদালত জজ আদালতসমূহ : প্রতিটি জেলা জজ এর অধীনে এক বা একাধিক যুগ্ম জেলা জজ আদালত থাকে। ঐ আদালতসমূহকে সিনিয়রিটির দিকে বিবেচনা করে ১ম/২য়/৩য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। যুগ্ম জেলা জজ আদালতের মূল মোকদ্দমা বিচারের আর্থিক এখতিয়ার অসীম। তাহাদের আদালতে মূল মোকদ্দমা ব্যতিতও জেলা জজ হইতে বদলীকৃত আপিল মোকদ্দমাসমূহের বিচার করিতে পারেন। মূলত আদালত সমূহের মধ্যে ব্যস্ততম আদালত হইল ঐ আদালতসমূহ।

(ঙ) সহকারী জজসমূহ : প্রতিটি জেলা জজ এর অধীনে একাধিক সহকারী জজ আদালত থাকে। তাহাদের বিচারের আর্থিক দিক বিবেচনা করিয়া সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকালী জজ হিসাবে নির্ধারিত হয়। বর্তমান পর্যন্ত সিনিয়র সহকারী জজ সাহেবগণ ৪ (চার লক্ষ) টাকা মূল্যমানের বিত্তের বিচার করিতে পারে, এবং সহকারী জজগণ ২ (দুই লক্ষ) মূল্যমানের বিত্তের বিচার করিতে পারে। প্রতিটি

জেলায় একাধিক থানা/উপজেলা থাকে। সেইজন্য প্রতিটি থানা/উপজেলায় অথবা একাধিক থানা ও উপজেলায় একজন করে সহকারী জজ আদালত বসাইতে পারে। যে থানা/উপজেলার এখতিয়ারে যে সহকারী/সিনিয়র সহকারী জজ বসে ঐ এলাকার নামে ঐ সিনিয়র/সহকারী জজ আদালত পরিচিত হয়।

(চ) জেলা জজ এর অধীনে ফৌজদারী আদালতসমূহঃ প্রতিটি জেলা জজ আদালতের অধীনে একাধিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থাকে। সেইগুলিকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বলা হয়। ঐ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আবার একজন প্রধান বিচারক থাকে তাহাকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বলে। তাহার অধীনে আবার একাধিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থাকে তাহাদেরকে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, এবং অন্যান্য যে যে, এলাকার বিচার করে সেইসকল ঐ এলাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট নামে পরিচিত হয়।

তৎভিন্নও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের অধীনে ২টি আদালত রহিয়াছে। সেইগুলি হইল, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

(i) **অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট** : ঐ আদালতে ফৌঃ কাঃ বি এর ১৪৪ ধারার অধীনে প্রসেডিং যাহাকে আবার নিষেধাজ্ঞা ও বলে সেই সকল প্রতিকারের মোকদ্দমা আনয়ন করা হয়। মূলত ঐ মোকদ্দমা সমূহ এর বিচার দেওয়ানী মোকদ্দমার মতই হয়ে থাকে। সেই গুলিকে আধা দেওয়ানী বা Quasi civil মোকদ্দমা বলা হয়ে থাকে। এই সকল মোকদ্দমা মূলত দলিলপত্রের

ভীত্তিতেই বিচারকগণ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্বে নালিশী ভূমির অবস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন সহকারী কমিশনার ভূমি হইতে আনা হয়। তৎপর প্রতিপক্ষকে নোটিশ দিয়া তাহাদের নিকট হইতে জবাব গ্রহণ করিয়া আরজি, জবাব পর্যালোচনা করিয়া আদেশ দেওয়া হয়। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা করিতে পারে। ঐ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার বিধানে আনিত মোকদ্দমা ব্যতিতও পারও লঘু দন্ডের বিরুদ্ধে প্রতিকারের প্রার্থনায় ঐ আদালতসমূহে মোকদ্দমা আনয়ন করা হয়।

(ii) **নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত** : ঐ আদালতে জীবন নিরাপত্তার জন্য মোকদ্দমা আনয়ন করা হয়। তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমা হিসাবেই বিবেচিত হয়।

(iii) **এখতিয়ার (Jurisdiction)** : এখতিয়ার বলিতে তাহাকে বুঝায় কোন মোকদ্দমা/ অথবা কত মূল্যমানের মোকদ্দমা কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে–

ধরা যাক– একটি ৩(তিন লক্ষ) মূল্যমানের ভূমির মোকদ্দমা সহকারী জজ আদালতে দাখিল করা হইয়াছে। তাহার পরিণতি কি হবে। যেহেতু সহকারী জজ আদালতের ২ (দুই) লক্ষ্য মূল্যমানের উর্ধ্বে মোকদ্দমার বিচার করার ক্ষমতা নাই সেহেতু বাদী পক্ষ যথাযথ আদালতে অর্থাৎ সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দাখিলের জন্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১০ ধারার বিধানে আরজি